২০১৯ সালের রামনাথ বিশ্বাস স্মৃতি সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত

শ্রী রণজিৎ দাশ

জন্মসূত্রে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হলেও রণজিৎ দাশ বাংলা ভাষার একজন বিশিষ্ট কবি হিসেবে সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছেন। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতায় তাঁর সুস্পষ্ট নাগরিক কণ্ঠস্বরে যুক্ত হয়েছে এক নিজস্ব বাগ্‌ভঙ্গি।

রণজিতের জন্ম অসমের শিলচর শহরে, ১৯৪৯ সালে। গুয়াহাটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এসসি. পাশ করার পরে কলকাতায় গিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সিভিল সার্ভিসে যোগ দেন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে। ২০০৬ সালে সেই চাকরি থেকে স্বেচ্ছাবসর নিয়ে পত্নী ও এক পুত্র সহ স্থায়ীভাবে কলকাতায় বসবাস করছেন। ফুটবল যেমন তাঁর প্রিয় খেলা তেমনই বিশেষ আগ্রহের বিষয় ফিল্ম ও দর্শনশাস্ত্র।

এ পর্যন্ত রণজিতের বাংলা কবিতার এগারোটি সংকলন প্রকাশিত। সেগুলি যথাক্রমে 'আমাদের লাজুক কবিতা' (১৯৭৭), 'জিপসিদের তাঁবু' (১৯৮৪), 'সময়, সবুজ ডাইনি' (১৯৮৭), 'বন্দরের কথ্যভাষা' (১৯৯৩), 'ঈশ্বরের চোখ' (১৯৯৯), 'সন্ধ্যার পাগল' (২০০৪), 'সমুদ্র সংলাপ' (২০০৭), 'শহরে নিস্তব্ধ মেঘ' (২০১০), 'ধানখেতে বৃষ্টির কবিতা' (২০১৩), 'অসমাপ্ত আলিঙ্গন' (২০১৬), এবং 'বিষাদসিন্ধুর কিছু লেখা' (২০১৮)। এ ছাড়াও রয়েছে 'বিয়োগপর্ব' (১৯৯৭) এবং 'শ্যামাপোকা' (২০০০) নামে দুটি উপন্যাস আর সাহিত্য-সম্পর্কিত দুটি প্রবন্ধ-সংগ্রহ ('খোঁপার ফুল বিষয়ক', ২০০৬ এবং 'কবিতার দ্বিমেরুবিশ্ব', ২০১১)।

বিখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা রূপা অ্যান্ড কোং থেকে 'আ সামার নাইটমেয়ার অ্যান্ড আদার পোয়েম্‌স' নামে রণজিতের কবিতার ইংরেজি অনুবাদের একটি সংকলন প্রকাশ পেয়েছে ২০১১ সালে।

রণজিতের সম্পাদনায় 'বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' নামে বড়সড় একটি কবিতা-সংকলন ২০০৯ সালে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত।

বেশ কয়েকটি পুরস্কার ও সম্মানের অধিকারী রণজিৎ, যার মধ্যে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির পুরস্কার এবং রবীন্দ্র পুরস্কার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বহু জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কবিসম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে কবিতা পাঠ করেছেন। ভারত-ক্রোয়েশিয়া সাংস্কৃতিক বিনিময় প্রোগ্রামের অধীনে এক সাহিত্যিক সফরে ক্রোয়েশিয়ায় গিয়েছিলেন ২০১২ সালে।